শিক্ষা প্রশাসনে বড় ধরনের সংস্কার হচ্ছে

শিক্ষা ক্যাডারে সাড়ে ১২ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন | ঢাকা , সোমবার, ২৮ জানুয়ারী ২০১৯

দুর্নীতি, অনিয়ম ও বদলিতে তদবির ঠেকাতে বড় ধরনের সংস্কার আনা হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১২ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য দ্বিতীয় গ্রেডের (সরকারের অতিরিক্ত সচিব সমপর্যায়ের) নতুন ১৫টি পদ সৃষ্টি হচ্ছে; তৃতীয় গ্রেডেরও চার শতাধিক পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের সৃষ্টির পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদগুলোতে গ্রেডিং অনুযায়ী অধ্যাপকদের পদায়ন করা হবে। নতুন এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বড় ধরনের রদবদলের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেন, ‘শিক্ষা খাতে বড় ধরনের সংস্কার আসছে। রেকর্ড

সংখ্যক কলেজ জাতীয়করণ হওয়ায় এসব কলেজের জন্য প্রায় সাড়ে ১২ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সারাদেশের সরকারি কলেজে কোন শিক্ষক স্বল্পতা থাকবে না। আমাদের প্রশাসনিক পদগুলোর জনবল ঘাটতিও মিটে যাবে।'

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৬ সাল থেকে গত ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে; দেশের ইতিহাসে এতো সংখ্যক কলেজ জাতীয়করণের নজির নেই। সরকারিকরণ হওয়ায় কলেজগুলোতে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষকের চাকরি আতœীকরণ করতে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হচ্ছে।

শিক্ষা প্রশাসনের ক্যাডার পদে নতুন করে তৃতীয় ও দ্বিতীয় গ্রেড যুক্ত হচ্ছে জানিয়ে অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন বলেন, 'শিক্ষা ক্যাডারের শীর্ষ পদ অর্থাৎ মাউশি মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ (সরকারের সচিব সমপর্যায়ের) এর। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ওই পদে যাওয়ার পদ সোপান যাকে পদোন্নতির সিঁড়ি বলা যায়, তা নেই। কলেজ শিক্ষকরা পদোন্নতি পেয়ে সর্বোচ্চ অধ্যাপক হন, যা ৪র্থ গ্রেডের। তারা যাতে সোপান অনুযায়ী পদোন্নতি পেয়ে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডে যেতে পারেন সেই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।'

পদ সোপান সৃষ্টির পর শিক্ষা প্রশাসনে বড় ধরনের রদবদল আসবে কী না জানতে চাইলে

অতিরিক্ত সচিব বলেন, ‘পরিবর্তন আসতে পারে। যোগ্য শিক্ষকরাই যথাযথ স্থানে পদায়ন পাবেন।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডে ৪৪৪টি পদ সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্যে দ্বিতীয় গেড়ে পদ থাকবে ১৫টি। আর তৃতীয় গ্রেডে পদ সৃষ্টি করা হবে ৪২৯টি।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব বলেন, ‘মোট অধ্যাপকের পদ ৮৫৮টি। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব পদের অর্ধেক পদকে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের পদ থেকেই মাউশি’র পরিচালক, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, প্রকল্প এনসিটিবি’র সদস্য পদে পদায়ন করা হবে। এর ফলে জুনিয়র অধ্যাপকদের কেউই আর বড় পদের জন্য তদবির করতে পারবেন না। স্বজনপ্রীতি এমনিতেই কমে যাবে। কোন অনিয়মের অভিযোগও উঠবে না।’

জানা গেছে, শিক্ষা ক্যাডারে চতুর্থ গ্রেডের পরে পদ নেই। আগে সিলেকশন গ্রেড দিয়ে তৃতীয়, দ্বিতীয় গ্রেডে পদোন্নতি দেয়া হতো। এরপর প্রথম গ্রেডে পদোন্নতি পেতেন শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা। ২০১৫ সালে জাতীয় বেতন কাঠামোতে সিলেকশন গ্রেড রাখা হয়নি। ফলে চতুর্থ গ্রেডের উপরে আর উঠতে পারছেন না ক্যাডার কর্মকর্তারা। সে কারণে পদবিন্যাস করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এদিকে গত ৭ আগস্ট ‘সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরের পদ সৃজন’ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

বিভাগের সচিবকে চিঠি দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ওই চিঠিতে এমএল কমিটির (এনাম কমিটি) পর কোন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে কলেজভিত্তিক তথ্য/প্রমাণ; পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকলে পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কপি; অর্থ বিভাগের সম্মতির অনুলিপি এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পদ সৃষ্টির আদেশের অনুলিপি চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস'র হালনাগাদ সংশোধনসহ তফসিল এবং এনাম কমিটির পর কত সংখ্যক কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ পদ সৃজন/আত্তীকরণ করা হয়েছে তার কলেজভিত্তিক বিবরণ চাওয়া হয়।

জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার শুরুর আগে দেশে সরকারি কলেজ ছিল মাত্র ২৮৯টি। পুরোনো এসব কলেজসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন অধিদফতর ও প্রতিষ্ঠানে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মোট পদ ছিল প্রায় ১৬ হাজার। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব কলেজে তিন হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে।

আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩৩১টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের আওতায় আসছে; ইতোমধ্যে ২৮৫টির জাতীয়করণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নতুন জাতীয়করণ হওয়া কলেজগুলোর শিক্ষকের জন্য নতুন প্রায় সাড়ে ১২ হাজার পদ সৃষ্টি করতে হচ্ছে।

গত বছরের আগস্টে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, ‘বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপক-৭১টি, সহযোগী অধ্যাপক-১৫৭টি, সহকারী অধ্যাপক-২৮৮টি এবং প্রভাষক-২৫০৮টিসহ মোট তিন হাজার ২৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য থাকার পরও ১২ হাজার ৫১৯টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে শূন্য পদ পূরণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।’ এরপর এই চিঠির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ব্যাখ্যা পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।